বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি:-	জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম.পি. প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
সভার তারিখ:-	১১ ডিসেম্বর ২০২২।
সময়:-	সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান:-	চট্টগ্রাম বোট ক্লাব, চট্টগ্রাম।

সভায় উপস্থিত বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' ও 'খ'-তে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব মোঃ আবদুর রহিম খান, অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দাপ্তরিক কাজে দেশের বাহিরে অবস্থান করায় এবং জনাব নাসিমা পারভীন, যুগ্ম-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রশিক্ষণে থাকায় সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব জনাব মোঃ লাল হোসেন সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তর্জমার মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর, সভাপতি মহোদয় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্য:-

সভার সভাপতি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম. পি স্বাগত বক্তব্যের শুরুতে পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ, বিএসসির কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিঁনি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শহীদ জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০লক্ষ শহীদ ও নির্যাতিত মা-বোন এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাসহ যাঁদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। এছাড়া, বিএসসির যেসকল কর্মকর্তা-কর্মচারী পরলোক গমন করেছেন তিঁনি তাদের সকলের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিঁনি বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৭২ সনের ০৫ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক নৌ সেক্টরে বাংলাদেশের অবস্থান সুনিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধুর সুচিন্তিত পরিকল্পনাতেই বাংলার দূত এবং বাংলার সম্পদ

নামক দুটি জাহাজ নিয়ে বিএসসির যাত্রা শুরু হয় এবং বঙ্গবন্ধু বিএসসির বহরে ২৬টি জাহাজ যুক্ত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য শিপিং কর্পোরেশনের এই বহর আমরা ধরে রাখতে পারিনি। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ বহর ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে শিপিং কর্পোরেশনের কর্মকান্ড অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সার্বিক নির্দেশনা ও পদক্ষেপের কারণে শিপিং কর্পোরেশন আবার জেগে উঠেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই শিপিং কর্পোরেশনের বহরে বিভিন্ন ক্যাটাগরির জাহাজ অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রায় ২১টি জাহাজ অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তারই অংশ হিসেবে ০৬টি জাহাজ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আরো অনেকগুলো জাহাজ অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কার্যক্রম চলমান আছে এবং এই পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। গত অর্থ বছরে আমরা প্রায় ২২৫ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেছি। এটা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের প্রতি সরকাররের সঠিক দৃষ্টিভাঙ্গির কারণে হয়েছে। আপনারা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং আপনাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতার কারণে এই মৃতপ্রায় শিপিং কর্পোরেশন গত ১৪ বছরে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেটে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে আরো গতিশীল করার জন্য মহান জাতীয় সংসদে The Bangladesh Flag Vessels (Protection of Interest) Act, 2019 পাস করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে আমাদের একটি শক্ত অবস্থান তৈরি হয়েছে। তাই, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই লাভের একটি বিরাট অংশ আমরা শেয়াহোল্ডাদের জন্য লভ্যাংশ হিসেবে দিয়েছি। গত বছরে ১২% লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল এবং এবার আমরা ২০% লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সুপারিশ করেছি। শিপিং কর্পোরেশন যত বেশি এগিয়ে যাবে আপনারা তত বেশি লাভবান হবেন। বিনিযোগকারীদের প্রতি আমরা সবসময় শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকি। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা মেরিটাইম সেক্টরের জন্য অভূতপূর্ব উন্নয়নমূলক কাজ কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে একটি মাত্র বন্দর দিয়েই বাংলাদেশে মেরিটাইম সেক্টরে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হতো। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম বন্দরের পাশাপাশি মংলা বন্দর এবং নতুন একটি বন্দর (পায়রা বন্দর) ইতোমধ্যে উদ্বোধন করেছেন এবং উক্ত বন্দরসমূহের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। দক্ষ জাহাজি কর্মকর্তা ও নাবিক তৈরি করার জন্য চট্টগ্রামে একটি মাত্র মেরিন একাডেমি ছিল। এখন পাঁচটি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশনায় আরো তিনটি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মেরিটাইম ইনস্টিটিউট তৈরি করা হচ্ছে বরিশাল ও মাদারীপুরে এবং কুড়িগ্রামে আরো একটি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ফলে যথেষ্ট পরিমাণ নাবিক তৈরি হচ্ছে এবং

এই নাবিকরা বাংলাদেশের এম্বাসেডর হিসেবে পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে যাচ্ছে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করছে। বর্তমান সরকার মনে করে যে, সমুদ্র হবে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুনীল অর্থনীতির কথা বলেছেন এবং সুনীল অর্থনীতির অন্যতম একটির অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।

সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন স্বনির্ভর। বাংলাদেশ এখন নিজস্ব অর্থায়নে মেগা প্রোজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। আপনারা ইতোমধ্যে জানেন যে, আমরা নিজস্ব অর্থায়নে প্রথমবারের মত সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে পদ্মাসেতু নির্মাণ করেছি। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু কর্ণফুলী টানেলের একটি অংশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। আগামী জানুয়ারিতে সর্বসাধারণের জন্য বঙ্গবন্ধু টানেল খুলে দেয়া হবে। ঢাকা শহরে এ বছরের মধ্যে মেট্রোরেল উদ্ধোধন হতে যাচ্ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আগামীতে চট্টগ্রামেও মেট্রোরেল প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়া, টিউব রেল লাইন স্থাপনের সমীক্ষা শেষ হয়ে গেছে যার কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে। পঞ্চগড় থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেল যোগাযোগ তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশে সড়ক যোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম সড়ক ব্যবস্থা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে। আমাদের আকাশপথে একসময় শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিমান পরিচালনা করা হতো। এখন সিলেট, যাশোর, বরিশাল, সৈয়দপুর, রাজশাহী, ঈশ্বরদী এবং কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের রানওয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং সেখানে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করার জন্য প্রত্যেক উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। প্রত্যেক জেলায় একটি সরকারী কলেজ এবং বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সাহসী, দক্ষ এবং যোগ্য নেতৃত্বের কারণে এসব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। তাই, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের কাছে একটি সম্মানিত জায়গায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক ফ্লীট রিভিউ ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে প্রায় ৪৮ টি বিদেশি যুদ্ধ জাহাজ অংশগ্রহণ করেছে। আমেরিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশের নৌবাহিনীর প্রধানসহ ২৮ টি দেশের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের নৌপ্রধান বলেছেন যেকোন শত্রুর আক্রমন থেকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের নৌবাহিনী প্রস্তুত আছে। এটা আমাদের জন্য গর্ব, এটা আমাদের জন্য অহংকার। নৌবাহিনীর কোন ধরনের সামরিক কাঠামো তৈরি ছিলনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক একটি নৌবাহিনীতে পরিণত করেছেন। বঙ্গপোসাগর শুধু নামেই বঙ্গোপসাগর ছিল। সেটাকে অতীতে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মায়ানমার এবং ভারতের সাথে কূটনৈতিকভাবে জয়লাভ করার মধ্য দিয়ে এই বঙ্গোপসাগরে আমরা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পাশাপাশি সমুদ্রবন্দর গুলো গড়ে তোলা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের বড় প্রাপ্তি হচ্ছে আমারা

গভীর সমুদ্র বন্দর মাতারবাড়ি প্রতিষ্ঠা করছি। আগামী বছরের শুরুতে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৩ বছরের লড়াই সংগ্রাম শেষে সমগ্র জাতীকে ঐক্যবদ্ধ করে যেভাবে সার্বভৌম একটি বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন একইভাবে তাঁর উত্তরাধিকার জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মনানীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে আমরা একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবো। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠ :-

সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০২১-২২ অর্থ বছরের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠ করেন এবং সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচিসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচী ১ ও ২ :- বিএসসি'র ৩০ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত অর্থ-বছরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ-বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহিঃযুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন:-

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব ৩০ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত অর্থ-বছরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ-বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহিঃযুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের জন্য বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অনুরোধ করেন। অত:পর, সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এস এম মনিরুজ্জামান সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে ২০২১-২২ অর্থ বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ও আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ও আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন:-

বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় ১৯৭২ সালের ০৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০নং আদেশে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স্বশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বরণকৃত পরিবার পরিজনদের এবং শহীদ জাতীয় চার নেতাকে। তিনি আরো শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সে সকল প্রিয় সহকর্মী ও সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগনকে, যাঁরা ইতোমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তিনি এ বিশেষ দিনে মহান আল্লাহ তালার নিকট তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি আরও স্মরণ করেন বিগত দিনে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগনকে যাঁদের আত্মত্যাগ ও একনিষ্ঠ কর্মকান্ড সর্বদাই কর্পোরেশনের উন্নয়নে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি নিবেদিত সে সকল পূর্বসূরিদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অত:পর, তিনি নিম্নোক্ত বিষয়াদি সভায় তুলে ধরেন:-

কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়, নিট লাভ ও লভ্যাংশ:-

(ক) গত অর্থ বছরে অর্থাৎ ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিএসসি'র পরিচালনা আয় ছিল ৪৪৯.৫৭ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত থেকে আয় হয়েছে প্রায় ৬৭.৮২ কোটি টাকা। সর্বমোট আয় হয়েছে প্রায় ৫১৭.৩৯ কোটি টাকা। এছাড়া, পরিচালনা ব্যয় ছিল ১৭১.২৮ কোটি টাকা ও প্রশাসনিক ও আর্থিক খাতে ব্যয় ছিল ৭৩.০৪ কোটি অর্থাৎ সর্বমোট ব্যয় হয় ২৪৪.৩২ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে কর সমন্বয়ের পর সংস্থার নীট মুনাফা হয়েছে ২২৫.৮১ কোটি টাকা।

(খ) গত ২০২০-২১ অর্থ বছরে বিএসসি'র মোট আয় হয়েছিল ৩২২.৯৭ কোটি টাকা ও মোট ব্যয় হয়েছিল ২২৭.২৭ কোটি টাকা এবং কর সমন্বয়ের পর নীট মুনাফা হয়েছিল ৭২.০৩ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থ বছর থেকে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিএসসির নীট আয় বেড়েছে ১৫৩.৭৮ কোটি টাকা। বর্তমান সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতা ও পরিচালনা পর্ষদের প্রত্যক্ষ দিক-নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং এর মাধ্যমে বিএসসি আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে জাহাজ পরিচালনা করছে। শিপিং সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জটিল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক বিএসসি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিবিধ ঝুঁকি নির্ধারণ ও সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করে প্রয়োজনীয় সময়ানুগ সিদ্ধান্ত, কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন করতঃ সংস্থার আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে, বিএসসি পূর্বের তুলনায় অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২০-২১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থ বছরের নীট লাভ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে ২০২১-২২ অর্থ বছরের নীট লাভ হতে ২০% (বিশ) হারে নগদ লভ্যাংশ (ক্যাশ ডিভিডেন্ট) প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

মূলধন:-

গত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে কর্পোরেশনের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৳১৫২,৫৩,৫০,৪০০.০০ (একশত বায়ান্ন কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চার শত) টাকা। তন্মধ্যে সরকারের শেয়ারের পরিমাণ ৳৭৯,৪৬,৩৪,৪০০.০০(ঊন আশি কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চার শত) এবং বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের পরিমাণ ৳৭৩,০৭,১৬,০০০.০০(তিয়াত্তর কোটি সাত লক্ষ ষোলো হাজার টাকা)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শেয়ারের সংখ্যা ৭,৯৪,৬৩,৪৪০টি (সাত কোটি চুরানব্বই লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত চল্লিশ) যা মোট শেয়ার সংখ্যার ৫২.১০ শতাংশ এবং বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ারের সংখ্যা ৭,৩০,৭১,৬০০টি (সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজর ছয়শত) যা মোট শেয়ার সংখ্যার ৪৭.৯০ শতাংশ।

সম্পদ ও দায়:-

২০২১-২২ অর্থ বছরে নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী বিএসসির মোট সম্পদের পরিমাণ ৩,১০৫.৩৭ কোটি টাকা এবং মোট বহি: দেনার পরিমাণ ১,৯৯৯.১২ কোটি টাকা।

লোকবল:-

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের শোর এষ্টাব্লিশমেন্টে (অফিসে) অনুমোদিত জনবল ১৫২১ জন (কর্মকর্তা ২১৭ জন ও কর্মচারী ১৩০৪ জন)। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে কর্পোরেশনের শোর এষ্টাব্লিশমেন্টে

(অফিসে) কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৬৪ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ১৫৬ জন অর্থাৎ সর্বমোট ২২০ জন। এছাড়া এফ্লোট এষ্টাব্লিশমেন্টে (জাহাজে) কর্মরত অফিসারের সংখ্যা ছিল ১৫২ জন ও নাবিক ১৪০ জন অর্থাৎ সর্বমোট ২৯২ জন।

বিএসসি আইন:-

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করেন, বিএসসির বাণিজ্যিক ও দাপ্তরিক কাজে গতি বৃদ্ধির জন্য ১৯৭২ সালের বিএসসি আইন (পিও ১০) প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের দীর্ঘ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইনের সাথে সামঞ্জস্য ও বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক গত ৩১ মে ২০১৭ তারিখ হতে শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০/- টাকা হতে ১০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও বিএসসির কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯৭ সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প:-

বিএসসি বর্তমান সরকারের সুযোগ্য দিক নির্দেশনা ও সক্রিয় সহযোগিতায় সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং ব্লু-ইকোনমির ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসডিজি গোলস-২০৩০ এবং রুপকল্প-২০৪১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক শিপিং সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিশ্র বাণিজ্যিক জাহাজ বহর সৃষ্টিসহ আনুষাঙ্গিক নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬(ছয়)টি নতুন জাহাজ (প্রতিটি প্রায় ৩৯,০০০ ডিডব্লিউটি সম্পন্ন ৩টি নতুন প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার ও ৩টি নতুন বাল্ক ক্যারিয়ার) ক্রয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত জাহাজসমূহ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে নিয়োজিত করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক কয়েকটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা বিদেশ হতে আমদানী করা হবে। দেশের জ্বালানী নিরাপত্তার স্বার্থে কয়লা পরিবহনের Uninterrupted supply chain গড়ে তোলার জন্য ৮০ হাজার টনের ২টি মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার ক্রয় প্রকল্প/পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ইস্টার্ন রিফাইনারি লিঃ এর ক্রুড অয়েল পরিশোধন ক্ষমতা ভবিষ্যতে দ্বিগুণ হবে। সমস্ত ক্রুড অয়েল বিএসসি'র নিজস্ব জাহাজের মাধ্যমে পরিবহনের জন্য নতুন প্রতিটি ১,১৪,০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ২ (দুই) টি নতুন মাদার ট্যাংকার ক্রয় সংক্রান্ত প্রকল্প/পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন ডিজেল অয়েল এবং ৪ লক্ষ মেট্রিক টন জেট ফুয়েল আমদানী করে, যা বিদেশী জাহাজের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়। ইস্টার্ন রিফাইনারি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Single Point Mooring (SPM) with double pipeline শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্ত হলে আমদানিকৃত ডিজেল ও জেট ফুয়েল পরিবহনের জন্য ২ (দুই)টি ৮০,০০০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন মাদার প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার ক্রয় প্রকল্প/পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

কন্টেইনার পরিবহন বাণিজ্যে বৈশ্বিক ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় বিএসসির লাভজনক ও সফল অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে নতুন ১২(বার)টি সেলুলার কন্টেননার জাহাজ (প্রতিটি ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ TEUs) অর্জনের পরিকল্পনা গহণ করা হয়েছে।

এছাড়া, ভবিষ্যৎ চাহিদার ভিত্তিতে আরো বিভিন্ন আকার ও ধরণের জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত এবং দেশে আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ, ডকিং, মেরামত ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের শিপইয়ার্ড নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে যা সময়ে সময়ে আপনাদের অবহিত করা হবে।

RPO তহবিল ব্যয়ের হিসাবঃ-

তিনি আরও বলেন, RPO (Repeat Public Offer) এর মাধ্যমে শেয়ারবাজার হতে সংগৃহীত হয়েছিল ৩১৩.৭০ কোটি টাকা। বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনক্রমে RPO এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ হতে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৩.৪৩ কোটি টাকা। এ ব্যয়ের মধ্যে ঢাকাস্থ ২৫তলা ভবন নির্মাণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৫৯.৩৫ কোটি টাকা, শেয়ার বাজারজাতকরণ খাতে ব্যয় ১৭.৯৩ কোটি টাকা এবং চীন সরকারের অর্থায়নে ৬টি জাহাজ ক্রয় খাতে ব্যয় হয়েছে ১৬.১৫ কোটি টাকা। RPO ফান্ডের বর্তমান স্থিতি প্রায় ২২০.২৭ কোটি টাকা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরো বলেন যে, জাতির পিতার আদর্শে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শেয়ারহোল্ডারদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আজ নতুন উদ্যমে ঘুরে দাড়ানোর প্রত্যয়ে ফলপ্রসু ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ বিএসসি অচিরেই দেশ ও দশের আকাঙ্খা পূরণে সক্ষম হবে। সে যাত্রায় সকলের অব্যাহত সমর্থন, সহযোগিতা এবং পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে, তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, BADC, ERD, BCIC, BPC, বাংলাদেশ ব্যাংক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, শুল্ক কর্তৃপক্ষসহ আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক, বিএসসি'র সাথে সম্পৃক্ত ব্যাংকসমূহ, সকল এজেন্ট এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহকে তাদের সহায়তা ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বিজয়ের মাসে উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত আলোচ্যসূচী ১ এবং ২ এর বিষয়ে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের বক্তব্যঃ-

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বিএসসির সচিব ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক উপস্থাপিত বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০২১-২২ অর্থ বছরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের উপর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে বক্তব্য রাখার আহবান জানান। সে প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেনঃ-

জনাব কবির আহমেদ চৌধুরী (বিও একাউন্ট নং-১৬০১৮৮০০৪৫৮৪৩৫০০) :-

জনাব কবির আহমেদ চৌধুরী সভার সভাপতি মহোদয়, উপস্থিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, শেয়ারহোল্ডার ও অন্যান্য সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি সভাপতিকে সভার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উল্লেখ করে সভাপতি ও নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। এছাড়া, শেয়ারহোল্ডারদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য তিনি সংস্থার সচিবের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন

করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিএসসির যাত্রা শুরু করেছিলেন ২টি জাহাজ নিয়ে যা তাঁর সময়ে ১৪টি জাহাজে উন্নীত করা হয়। তাছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনায় বিএসসির বহরে নতুন জাহাজ সংযোজন হওয়ায় বিএসসির আয় ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধির আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সুন্দর ও সফলভাবে এজিএম আয়োজন করায় মাননীয় সভাপতির প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বিএসসির বার্ষিক সাধারণ সভাকে 'রাজকাহন' হিসেবে বর্ণনা করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিএসসির জন্য গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন। তিনি আরো বলেন, বিএসসির এবারের বার্ষিক প্রতিবেদনটি অত্যন্ত সুন্দর ও পরিছন্ন হয়েছে এবং এতে সকল বিষয় সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিএসসির বার্ষিক প্রতিবেদনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী সংযোজন করায় বিএসসির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া, তিনি বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপকে আধুনিকায়ন করার এবং বিএসসির স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি ইউক্রেনে ক্ষতিগ্রস্থ এম.ভি. বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের নিহত থার্ড ইঞ্জিনিয়ার মোঃ হাদিসুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। এছাড়া, এম.ভি. বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের অফিসার ও নাবিকের উদ্ধারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ভূয়শী প্রশংসা করেন। বর্তমানে সকল প্রতিষ্ঠান যেখানে অনলাইনে এজিএম আয়োজন করছে সেখানে বিএসসি সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে এজিএম আয়োজন করায় তিনি মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের প্রতি শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিএসসিকে অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজি বাজারের তালিকাভূক্ত অন্যান্য কোম্পানীর মধ্যে ১নং প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করেন এবং সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব হীরালাল বণিক (বিও একাউন্ট নং-১২০৪৩২০০২১৫৬৮৫৭৫) :-

জনাব হীরালাল বণিক সভার সম্মানিত সভাপতি মহোদয় ও শেয়ারহোল্ডারসহ সকলকে সাধুবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বিজয়ের মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং সুন্দর একটি এজিএম আয়োজন করায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বিএসসির উন্নয়নে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব, বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সবার অবদান আছে। ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিএসসি শিপিং সেক্টরে উন্নয়নের ভূমিকা রেখে আসছে। বিএসসি একসময় নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বিএসসি। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২০% লভ্যাংশ ঘোষণা করায় তিনি শেয়ারহোল্ডারের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। এছাড়া, বিএসসির এজিএম অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিএসসির প্রধান কার্যালয় থেকে গাড়ীর সুব্যবস্থা করায় এবং সভায় চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তা-চেতনায় রয়েছে দেশের উন্নয়ন। তাই, তাঁর হাত ধরেই কেবল দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরেই ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি করবে। তিনি মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন। তিনি আরো বলেন, এখন বিয়েসহ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান সশরীরে আয়োজন করা হচ্ছে। তাই, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এজিএম সশরীরে আয়োজনের ক্ষেত্রে বিএসসিকে অনুসরণ করা উচিত। সকলকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি আহবান জানান। দেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ (বিও একাউন্ট নং-১২০১৯৬০০০১১৪১৭৬২)

জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ বিএসসির ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা চট্টগ্রাম বোট ক্লাবের সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে আয়োজন করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বিএসসির এজিএম অত্যন্ত নান্দনিক হওয়ায় তিনি সকলের প্রশংসা করেন। তিনি পুঁজিবাজারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিএসসির ন্যায় এজিএম আয়োজনের অনুরোধ করেন। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২০% লভ্যাংশ ঘোষণা করায় তিনি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং পরিবেশ বান্ধব সুন্দর ব্যাগ উপহার দেয়ায় তিনি বিএসসির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা শাহাদাৎবরণ করেছেন তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এবং বিএসসির উন্নতি ও সাফল্য কামনা করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

মোঃ আবদুল কাদের (বিও একাউন্ট নং-১২০১৫৪০০৫০২২০৫০২) :-

জনাব মোঃ আবদুল কাদের সকলকে সালাম জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রথমেই গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কর্পোরেশনের নতুন জাহাজগুলো লাভজনকভাবে পরিচালনা করে আয় বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া, তিনি বিএসসির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের সচেষ্ট থাকার আহবান করেন। বিএসসি ২০% লভ্যাংশ ঘোষণা করায় তিনি সকলের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে লভ্যাংশ আরো বৃদ্ধির অনুরোধ করেন। তিনি অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে এজিএম না করে সরাসরি এজিএম আয়োজন করার আহবান জানান। পরিশেষে তিনি বিএসসির সার্বিক উন্নয়নে পাশে থাকায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

আলহাজ্ব মোঃ আবদুল ওয়াহাব (বিও একাউন্ট নং-১২০১৯৬০০০৮০১৪৩৬৭) :-

জনাব আলহাজ্ব মোঃ আবদুল ওয়াহাব সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। শুরুতেই তিনি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং উপস্থিত চট্টগ্রাম-১১ আসনের সম্মানিত সংসদ সদস্য জনাব এম. এ. লতিফ মহোদয়কে স্বাগত জানান। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনলাইনে এজিএম আয়োজন করে বিভিন্ন কোম্পানি সঠিক তথ্য তুলে ধরতে পারছে না বলে তিনি দাবি করেন এবং বিএসসি তার ব্যতিক্রম বিধায় তিনি বিএসসিকে অনুসরণের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, বিএসসি সরকারি প্রতিষ্ঠান হয়েও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাই, তিনি বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবান জানান। বিএসসি লাভের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লভ্যাংশ প্রদানের ধারা বৃদ্ধি করায় বিএসসির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি ইউক্রেন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ এম. ভি. বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের নিহত থার্ড ইঞ্জিনিয়ার মোঃ হাদিসুর রহমানের পরিবারকে দ্রুততার সহিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বিএসসি কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এছাড়া, বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং তাঁর কর্মনিষ্ঠতার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাছাড়া, তিনি বিএসসির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাসহ যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদানের অনুরোধ করেন। পরিশেষে তিনি বিএসসিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

আলোচ্যসূচি ১ এবং ২:- ২০২১-২২ অর্থ বছরের পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব ও বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন:-

উপস্থাপিত প্রস্তাব	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
বিএসসির সচিব ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকান্ডের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।	বিএসসির ২০২১-২২ অর্থ বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং একই অর্থ বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৩:- ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃযুগ্ম-নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ ঃ-

উপস্থাপিত প্রস্তাব	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
বিএসসির সচিব গত ০১-১১-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৩১৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী উক্ত সংস্থার তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক ১। Ahmed Zaker & Co. Chartered Accountants এবং ২। Islam Quazi Shafique & Co. Chartered Accountants প্রত্যেককে ৮৭,৫০০/- টাকা ফি'তে অর্থাৎ মোট ১,৭৫,০০০/- টাকা ফি-তে বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের অনুমোদনের নিমিত্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী উক্ত সংস্থার তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক ১। Ahmed Zaker & Co. Chartered Accountants এবং ২। Islam Quazi Shafique & Co. Chartered Accountants প্রত্যেককে ৮৭,৫০০/- টাকা ফি'তে অর্থাৎ মোট ১,৭৫,০০০/- টাকা ফি-তে বহি: যুগ্ম-নিরীক্ষক হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিয়োগের নিমিত্ত উপস্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৪:- ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স নিরীক্ষক নিয়োগ :-

উপস্থাপিত প্রস্তাব	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
বিএসসির সচিব গত ১২-০৯-২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৩১৩তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্পোরেট গভর্নেন্স কম্প্লায়েন্স সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান অনুযায়ী মেসার্স এস.এ.রশিদ এন্ড এসোসিয়েটস-এর প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড সেক্রেটারী জনাব এস. আব্দুর রশিদ এফসিএস-কে নিয়োগের অনুমোদনের নিমিত্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।	২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্পোরেট গভর্নেন্স কম্প্লায়েন্স সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য মেসার্স এস. এ. রশিদ এন্ড এসোসিয়েটস-এর প্র্যাকটিসিং চার্টার্ড সেক্রেটারী জনাব এস. আব্দুর রশিদ এফসিএস-কে কর্পোরেট গভর্নেন্স নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের নিমিত্ত উপস্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৫:- ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জন্য পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশকৃত লভ্যাংশ ঘোষণা :-

উপস্থাপিত প্রস্তাব	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
গত ০১-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের ৩১৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএসসির সচিব ২০২১-২২ অর্থ বছরের নীট লাভ হতে প্রতি ১০/-(দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের বিপরীতে সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২০% হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করেন।	বিএসসির ২০২১-২২ অর্থ বছরের নীট লাভ হতে সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রতিটি ১০/-(দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের শেয়ারের বিপরীতে ২০% হারে নগদ লভ্যাংশ (ক্যাশ ডিভিডেন্ড) প্রদানের নিমিত্ত উপস্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৬:- RPO-এর মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল ব্যয়ের সময়সীমা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির অনুমোদন :

উপস্থাপিত প্রস্তাব	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
বিএসসির সচিব সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আরপিও এর মাধ্যমে শেয়ার বাজার হতে ৩১৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে সংগ্রহ করে। উক্ত আরপিও'র অর্থ হতে শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন মোতাবেক ব্যয়ের পর বর্তমানে ২২০ কোটি ২৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭০ টাকা অবশিষ্ট আছে। উক্ত অর্থ ভবিষ্যতে জাহাজ অর্জন ও এ সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যয় এবং অবকাঠামোগত স্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের সময়সীমা আগামী ৩০শে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব অনুমোদনের নিমিত্ত সভায় উত্থাপন করা হয়।	আরপিও খাতে অব্যবহৃত ২২০ কোটি ২৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭০ টাকা হতে ভবিষ্যতে জাহাজ অর্জন ও এ সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যয় এবং অবকাঠামোগত স্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহের সময়সীমা আগামী ৩০শে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৭:- শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নিয়োগ :

উপস্থাপিত প্রস্তাব	সিদ্ধান্ত/অনুমোদন
বিএসসির সচিব সভায় অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত রেকর্ড ডেট ২৩ নভেম্বর ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লি. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পরিশোধিত মূলধনের ৫.২৫ শতাংশ মালিকানা অর্জন করেছে। উক্ত কোম্পানির আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের ৩১৫তম (জরুরী) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লি. কর্তৃক মনোনীত জনাব মোস্তফা জামানুল বাহার-কে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদনের নিমিত্ত সভায় উপস্থাপন করা হয়।	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লি. কর্তৃক মনোনীত জনাব মোস্তফা জামানুল বাহার-কে শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের ভাষণঃ-

বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবসমূহ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের পর বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্য ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল মহোদয় নিম্নরুপ বক্তব্য প্রদান করেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতি জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম.পি., মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, উপস্থিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য আলহাজ্ব এম.এ লতিফ, এম.পি. মাননীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১১ এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উপস্থিত সকল পরিচালকবৃন্দ, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, সহকর্মীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সহকর্মীবৃন্দকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন।

তিঁনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন গরিব দেশের তালিকায় নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করেছেন, আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠাগুলো কিভাবে চলবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের ধাপ পার হয়ে এসেছে। এখন আমাদের সামনে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষমাত্রা অর্জনের সময়'এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার সময়। সেই লক্ষ্য রেখেই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

তিঁনি আরো বলেন, বিএসসির উন্নয়নের বর্তমান যে অবস্থা এবং ভবিষ্যতে আমরা বিএসসিকে যে স্থানে নিয়ে যেতে চাই তার জন্য চীন থেকে আরো চারটি নতুন জাহাজ ক্রয়ের সকল নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই চুক্তি স্বাক্ষর করে জাহাজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে ০৪ টি নতুন জাহাজ বিএসসির বহরে যুক্ত হবে এবং এগুলোর ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি যা বাংলাদেশে শিপিং কর্পোরেশনের কাছে বর্তমানে নেই। এছাড়া, দক্ষিণ কোরিয়া হতে ৬টি কন্টেইনার জাহাজ অর্জনের বিষয়ে আলোচনা অনেক এগিয়ে গেছে এবং অস্ট্রেলিয়ার আরও একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আমাদের MoU স্বাক্ষর হয়ে গেছে। আমাদের লক্ষ্য ২০৩০ সালের আগেই মাদার বাল্ক ক্যারিয়ার, কন্টেইনার জাহাজসহ বিভিন্ন ধরণের ন্যূনতম ২০ টি জাহাজ বিএসসির বহরে যুক্ত করা।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে তিঁনি বলেন, আপনারা বিএসসির শেয়ার কিনেছেন। তবে, বিএসসির সিংহভাগ মালিক রাষ্ট্র। আপনারা রাষ্ট্রের এই মালিকানাকে শক্তিশালী করার জন্য শেয়ার কিনে একত্রিত হয়েছেন। সেজন্য, আমি আপনাদের অভিন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে করি, সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে, সচিব হিসেবে, এই মাটির সন্তান হিসেবে, দেশের সন্তান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ রেখেই আমরা কাজ করি। এই দেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, বাংলাদেশ শিপিং কর্পারেশনের স্বার্থ, আপনাদের স্বার্থ এই সবকিছু রক্ষার মাধ্যমে আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষা করব। এছাড়া, আপনারা সকলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভা সশরীরে আয়োজনের বিষয়ে বলেছেন। এটা অন্যান্য কোম্পানির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়, তবে আপনাদের এই দাবি মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ ঐ সকল কোম্পানির পরিচালক, চেয়ারম্যান, মাননীয় মন্ত্রীবর্গ এবং সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে দিতে পারেন। পরিশেষে, তিনি সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

সভাপতি মহোদয়ের সমাপনী ভাষণঃ

সভার সভাপতি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মহোদয় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

সভাপতি মহোদয় সকলকে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য আলহাজ্ব এম.এ লতিফ, এম.পি. মাননীয় সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম-১১ সম্পর্কে বলেন, মাননীয় সংসদ সদস্য এম. এ. লতিফ এই এলাকা থেকে বার বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও অত্যন্ত জনপ্রিয় জননেতা। তিঁনি মহান জাতীয় সংসদে শুধু নিজ এলাকার নয়, দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সবসময় সোচ্চার। তিঁনি শুধু সংসদ সদস্যই নন, ব্যবসায়িক ভাবেও তিঁনি সফল এবং চট্টগ্রামের চেম্বার অফ কমার্সে দীর্ঘ দিন নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং চট্টগ্রাম চেম্বারের আজকের এই উচ্চতায় আসার পেছনে তাঁর অসামান্য ভূমিকা আছে। তিঁনি আমার নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তিঁনি দীর্ঘদিন যাবৎ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং সদস্য হিসেবে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেকটি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিঁনি সব সময় পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আজকের সভায় তাঁর উপস্থিতি আমাদের আরো অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমি বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ এবং সকল অংশীজনের পক্ষ থেকে তাঁকে মোবারকবাদ জানাই।

বিএসসি পরিচালনা পর্ষদের কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারদের ধন্যবাদ জানান। তিঁনি বলেন, সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের আস্থার কারণে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারি তাদের দায়িত্ব পালনে আরো বেশি উৎসাহিত হবেন। বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লিঃ কর্তৃক মনোনীত মোস্তফা জামানুল বাহার বিএসসির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় তিঁনি তাকে অভিনন্দন জানান। তিঁনি বলেন, তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় ধন্যবাদ জানান। তিঁনি বলেন, যখনই আমরা কোন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছি গণমাধ্যম সবসময় সুস্থ ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।

সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, এই দেশ আমরা এমনি এমনি পাই নি, কোনো আলোচনার টেবিলে এই দেশের জন্ম হয় নি। এই দেশের জন্মের পিছনে অনেক বড় ইতিহাস আছে। শত শত বছরের ইতিহাস আছে। চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ সন্তান সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারসহ অনেকে দেশের জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন; জীবন দিয়েছেন। অনেক সংগ্রাম আছে এ দেশকে মুক্ত করার পেছনে এবং সেই সকল সংগ্রামের একত্রিত শক্তি যার নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল তিঁনি হচ্ছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতা দীর্ঘ ২৩ বছর লড়াই সংগ্রাম করেছেন; ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবন সবকিছু উৎসর্গ করেছেন এই দেশ মাতৃকার জন্য এবং সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তিঁনি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। আমরা ৩০ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে বিজয় অর্জন করেছি,

লক্ষ লক্ষ মা বোন তাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন এবং একটা গর্বিত জাতি হিসেবে আমরা স্বকীয়তা পেয়েছি। কাজেই আমাদের কিছু দূর্বলতার কথা বিদেশে গিয়ে যখন আলোচনা করা হয়, সমালোচনা করা হয় তখন এই ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রতি অবমাননা করা হয়। আমাদের আত্মত্যাগের প্রতি অবমাননা করা হয় ও দেশকে খাটো করা হয়। একসময় বিদেশি অর্থের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের বাজেট তৈরি করা হতো। এখন বাংলাদেশের সাড়ে ষোল কোটি মানুষ গর্ব করে বলতে পারে, বাংলাদেশ আত্মনির্ভশীল একটি দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন।

সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, যখন বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজ ইউক্রেনের অলভিয়া বন্দরে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তখন অনেকেই সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনাসমূহ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের মর্যাদাকে খাটো করেছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাহাজ চলাচলের জন্য আন্তর্জাতিক জটিল নিয়ম কানুন অনুসরণ করতে হয়। সব নীতিমালা, বিধিমালা অনুসরণ করেই অন্যান্য দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাহাজের সাথে সমভিব্যাহারে বাংলার সমৃদ্ধি অলভিয়া বন্দরে গিয়েছিল। কিন্তু, দূর্ভাগ্যজনকভাবে অলভিয়া বন্দর কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণে অলভিয়া বন্দর থেকে বাংলার সমৃদ্ধি বেরিয়ে আসতে পারেনি এবং লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আমাদের অত্যন্ত দক্ষ থার্ড ইঞ্জিনিয়ার মোঃ হাদিসুর রহমান ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং আরও ২৮ জন নাবিক সেখানে বন্দি অবস্থায় জীবন যাপন করেছেন। সে সময় বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের অসামান্য কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটা ঐতিহাসিক কূটনৈতিক বিজয় আমরা অর্জন করেছিলাম। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বিদ্ধস্ত বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজ থেকে আমাদের নাবিকদেরকে নিরাপদে স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনেছি। নিহত হাদিসুরের মৃতদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার অসামান্য কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে হাদিসুরের মৃতদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে এবং যথাযথ মর্যাদার সাথে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন সর্বদা হাদিসুরের পরিবারের পাশে আছে। হাসিদুরের ছোট ভাই বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের খুলনা আঞ্চলিক অফিসে চাকুরি করছেন। বিএসসি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বীমা কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করে হাদিসুরের পরিবারকে ৪.৬০ কোটি টাকাসহ প্রায় ৮.০০ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ নাবিকদের প্রদান করেছে যা আমাদের জন্য বিশাল অর্জন। গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজন আমাদের পাশে থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নাবিকদের উদ্ধার করাসহ হাদিসুরের মৃতদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার দূরুহ কাজ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে।

সভাপতি মহোদয় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, বিএসসির কৈবল্যধামের বিষয়টি স্থির অবস্থায় ছিল যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। খুলনাস্থ বিএসসির একটি জায়গা রুগ্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমাদের হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। আমরা খুলনার সেই জায়গাটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি এবং সফলতার দাড়প্রান্তে চলে এসেছি। এছাড়া, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ঢাকাস্থ ২৫তলা ভবনে মাননীয় মন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের জন্য রুম ও থাকার ব্যবস্থা করা

হয়েছিল। আমরা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেগুলো বিএসসির বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছি। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি সম্পত্তি যথাযথভাবে ব্যবহার করে বিএসসিকে এগিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছি। বিএসসি মেরিন ওয়ার্কশপকে আরো আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের ওয়ার্কশপে পরিণত করার লক্ষ্যে বিএসসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্যান্য কোম্পানিগুলো এজিএম অনলাইনে আয়োজন না করে সশরীরে আয়োজন করার দাবি আমি অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরবো যাতে সকল কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভাগুলো অংশীজনদের নিয়ে আয়োজন করা হয়।

সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, বর্তমান সরকার স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করে, বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিক সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে বিদেশ থেকে ফেরত আসার পর তার একটি প্রতিবেদন গণমাধ্যমে উপস্থাপন করেন যা অতীতে কখনোই হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফেরত আসার পর মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে সফরের প্রতিবেদন ব্যাখ্যা করেন। অতীতের কোন প্রধানমন্ত্রীর এই ধরণের দায়িত্ব পালনের নজির আছে বলে আমার জানা নেই। অতীতে একজন প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুনেছিলাম যে, আমাদের সবচেয়ে বড় সংকট ছিল ফারাক্কার পানি বন্টন। পরবর্তীতে তার দিল্লি সফরের পর গণমাধ্যমে ফারাক্কার পানি বন্টনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, আমিতো ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু, বর্তমান সরকার ভুলে যাওয়ার সরকার নয়। বর্তমান সরকার ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পরে যে অন্ধকার কালিমা বাংলাদেশে তৈরি হয়েছিল বর্তমান সরকার সেই অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর শপথ নিয়ে দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষ শুধু নয় তাবৎ দুনিয়া মনে করে শেখ হাসিনা হচ্ছে বাংলাদেশের আলোর দিশারী; তিঁনি আলোকিত বাংলাদেশ তৈরি করেছেন।

সভাপতি মহোদয় সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, আপনাদের যে সহযোগিতা পেয়েছি এই সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনকে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের শিপিং কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব বলে আমি বিশ্বাস করি। জাতির পিতা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ২৫ দিনের মাথায় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠানকে আমরা সোনার বাংলার অভিযাত্রায় অন্যতম একটি অংশীজন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং এগিয়ে নিতে চাই। পরিশেষে জাতীয় পতাকাবাহী একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এবং সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা এবং মহান বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১১/০১/২০২৩
(খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম.পি.)
প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম

নং: ১৮.১৬.০০০০.৩৫২.০৬.০৭.২৩.

তারিখ: ১৮ জানুয়ারি ২০২৩খ্রি

অনুলিপি সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

১৮.০১.২৩

(মোঃ লাল হোসেন)
সচিব
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

(০১) জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম.পি.
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(০২) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব, নৌপম ও সদস্য, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(০৩) প্রফেসর এম. শাহজাহান মিনা, স্বতন্ত্র পরিচালক, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(০৪) ড. মো: আবদুর রহমান, স্বতন্ত্র পরিচালক, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(০৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসসি ও সদস্য, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(০৬) জনাব মো: আবদুর রহিম খান, অতিঃ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সদস্য, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(০৭) জনাব নাসিমা পারভীন, যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ও সদস্য, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(০৮) নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), বিএসসি, ও সদস্য, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(০৯) নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্য), বিএসসি ও সদস্য, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(১০) নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি), বিএসসি ও সদস্য, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(১১) জনাব মোস্তফা জামানুল বাহার, শেয়ারহোল্ডার পরিচালক, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।
(১২) বিএসসি'র ওয়েবসাইট (সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য)।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম. পি. মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিএসসির ২০২১-২২ অর্থ বছরের ৪৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১১-১২-২০২২ তারিখ বেলা ১১-০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বোট ক্লাব, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পরিচালনা পর্ষদের নিম্নোক্ত সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন :-

(১) জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল,
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

(২) প্রফেসর এম. শাহজাহান মিনা,
স্বতন্ত্র পরিচালক, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।

(৩) ড. মো: আবদুর রহমান,
স্বতন্ত্র পরিচালক, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।

(৪) কমডোর এস এম মনিরুজ্জামান,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালক (অর্থ)-অ.দা; বিএসসি।

(৫) ড. পীযূষ দত্ত,
নির্বাহী পরিচালক (বাণিজ্য), বিএসসি।

(৬) জনাব মোঃ ইউসুফ
নির্বাহী পরিচালক(প্রযুক্তি)-চ.দা., বিএসসি।

(৭) জনাব মোস্তফা জামানুল বাহার,
শেয়ারহোল্ডার পরিচালক, বিএসসি পরিচালনা পর্ষদ।

BANGLADESH SHIPPING CORPORATION

Shareholders Attendance List of the AGM, held on December 11, 2022

Sl. No	Folio/BOID	Name of Shareholders	Remarks
1	01804	MR. ROKANUDDIN	
2	01866	MR. MD. EKLASUDDIN	
3	01661	MR. ABDUL MALEK	
4	01857	MR. JAHANGIR ALAM	
5	01971	MR. ABU TAHER (BABUL)	
6	01864	MR. BIDYUTH RANJAN DATTA	
7	01692	MR. MD. KAMAL	
8	01862	MRS. KULSUM NAHAR KHANAM	
9	01791	MR. MD. ABDUR RAHMAN	
10	00006	ICB A/C MR. SYED SHAHIDUZZAMAN	THROUGH PROXY
11	00003	ICB A/C MR.MD.ZAMIRUL ISLAM	THROUGH PROXY
12	00766	MR. ANWAR HOSSAIN	
13	01656	MR. MD. AFZAL HOSSAIN SARKAR	
14	00765	MR. MD. SOLAIMAN	
15	01632	MR. MUHAMMAD MUSA	
16	00254	MR. KAMALUDDIN AHMED	
17	01805	MR. SHAHABUDDIN	
18	1201470039989250	MD. MILON HOSSEN	
19	1201510000782418	HAFIZ MD NURUL ISLAM	
20	1201530000001725	ICB CAPITAL MANAGEMENT LTD.	THROUGH PROXY
21	1201530000003518	ICB UNIT FUND	THROUGH PROXY
22	1201530068173761	ICBMS	THROUGH PROXY
23	1201590004460081	MD. ALAMGIR HOSSAIN	
24	1201590004460105	MD. ALAMGIR HOSSAIN	
25	1201590007097383	JHANTU CHANDRA NATH	
26	1201590008009263	ALHAJ SK. TANZIRA BEGUM	
27	1201590008014367	ALHAJ MOHAMMAD ABDUL WAHHAB	
28	1201590013004031	MD. RIAD CHOWDHURY	
29	1201590013779633	KAZI BAHAUDDIN	
30	1201590014130063	MD. SHAH PARAH	
31	1201590014202867	NURUL ABSAR	
32	1201590016718799	MD. SHAH PARAH	
33	1201590018417671	MD. ABUL BASHAR	
34	1201590019974853	MILAN CHOWDHURY	
35	1201590020955775	KAZI BAHAUDDIN	
36	1201590020955783	AMENA CHOWDHURY	
37	1201590024825627	NARGIS AKTER	
38	1201590025147686	MD. SHAH ALAM	
39	1201590026643977	NILUFAR YASMIN	
40	1201590030381090	MD. ABUL BASHAR	

41	1201590035102005	JASHIM CHOWDHURY	
42	1201590035275551	HARUN OR RASHID	
43	1201590035275972	HARUN OR RASHID	
44	1201590035452111	KAJAL RASHID CHOWDHURY	
45	1201590046720982	MASUD SARKAR	
46	1201590050220502	MD. ABDUL QUADER	
47	1201590064018438	MD. ALI NUR	
48	1201590064713770	MD. NURUL ABSAR	
49	1201590065254304	MD. ABSARUL HOQUE	
50	1201590068580355	SHAHIN AKTER RUMA	
51	1201590072414324	MD. SAKAWAT	
52	1201590075732484	MOHAMMAD ABUL KASHEM	
53	1201600004244904	A. K. M. ZAFAR ULLAH	
54	1201600006545060	MD.SHAHAB UDDIN	
55	1201600009920783	A.K.M ZAFAR ULLAH	
56	1201600012337341	MD.SHAHAB UDDIN	
57	1201600013322997	AJIT KANTI DEY	
58	1201600015828142	YOUSUF FARUK	
59	1201600015991616	MOHAMMED BELAL HOSSAIN	
60	1201600016021705	MOHAMMED BELAL HOSSAIN	
61	1201600019746406	MARZINA KHANUM	
62	1201600020121099	MD.ARIFUR RAHMAN BHUIYAN	
63	1201600020467666	NARAYAN CHANDRA SAHA	
64	1201600021789159	SK.FOSHAIR RAHMAN	
65	1201600023505555	JANNATUL FERDOUSI	
66	1201600024121831	PRADIP KUMAR SAHA	
67	1201600025074177	SHACI LAL SHIL	
68	1201600025077419	MD. MONIR UDDIN	
69	1201600028225606	JASHIM UDDIN	
70	1201600028755095	S.M. FAZLUL KADER CHOWDHURY	
71	1201600049773193	SHA ALAM MOJUMDHAR	
72	1201600052757971	MD. ENAMUL HOQUE CHY, (BADSHA)	
73	1201600055992151	KOHINOOR AKHTER	
74	1201600060626797	JANNATUL FARHANA	
75	1201600060976687	MOHAMMED ALAUDDIN	
76	1201600063977588	SHEIKH FAYSAL RAHMAN	
77	1201600063977596	SHEIKH FAYSAL RAHMAN	
78	1201600064719735	ROZINA AKTHER	
79	1201680060690956	SABERA SULTANA	
80	1201780013085918	MR. SHIBUBRATA NATH	
81	1201780016908201	MD NASIR UDDIN CHOWDHURY	
82	1201780017557862	RAJIB KUMAR NATH	
83	1201830066440000	SHAMYMAL KUMAR SAHA	
84	1201830075740217	DEWAN MONAEM HOSEN	
85	1201840000703232	HIRALAL BANIK	

86	1201840004679590	MOHAMMED MOSTAFA RASHED	
87	1201840050736580	SURIYA AKTER PUTUL	
88	1201840050736671	ANOWAR ULLAH	
89	1201840050736738	MOHAMMAD RAFIQUE	
90	1201840050736762	MOHAMMAD RAFIQUE	
91	1201840050736802	MD. ABBAS ULLAH	
92	1201840050736861	MD. ABBAS ULLAH	
93	1201840050737154	MD. MUSTAFA KAMAL	
94	1201840054926660	MD. MUSTAFA KAMAL	
95	1201840055571696	MD. SHOFIQ ULLAH	
96	1201840058394668	MD. SOBUJ MIHA	
97	1201840058394676	MD. SOBUJ MIHA	
98	1201840060409515	MD. SOFOR ALI	
99	1201840068599181	MST. ASIA AKTHER CHOWDHURY	
100	1201840068919095	MD. MAMUN MIAH	
101	1201840069277409	ASIA AKTHER CHOWDHURY	
102	1201840069330875	MD. MAMUN MIAH	
103	1201840069913817	AKHI AKTER	
104	1201840069914367	AKHI AKTER	
105	1201840075587197	MD. MINUL ISLAM	
106	1201950009761217	SOMAN CHANDRA SAHA	
107	1201960004518663	HAFEZ MD. NURUL ISLAM	
108	1201960005895355	MOHAMMED FARID UDDIN	
109	1201960008000064	MOSAMMAT KULSUM AKTHER	
110	1201960016374136	SANAT KUMER SIKDER	
111	1201960017147413	KAMAL UDDIN AHMED	
112	1201960061975336	REBEKA SULTANA	
113	1201960073526301	QAZI MOHAMMAD HASSAN REJA	
114	1201960075188047	MOHAMMAD ERSHAD	
115	1201980033134912	SUKLA SAHA	
116	1201980036600081	PROBIR KUMAR SAHA	
117	1201980036600511	BINA RANI SAHA	
118	1202020068311062	SUSHIL CHANDRA SAHA	
119	1202130024129025	AYSHA BEGUM	
120	1202130024212201	ROZINA AKTHER	
121	1202130029918974	MD.KAMAL UDDIN	
122	1202280031977251	SUMAN SAHA	
123	1202280031990188	JIBAN KRISHNA SAHA	
124	1202280031990201	JIBAN KRISHNA SAHA	
125	1202310003488460	SHIBA PRASAD MONDAL	
126	1202310004391935	MR. LITON KUMAR NATH	
127	1202310004392196	MRS. SHILPI RANI DEBI	
128	1202390019833998	SUBIR CHOWDHURY	
129	1202390021147836	MD, SIRAJUL ISLAM	
130	1202390021507973	MRS. SHARMIN NAHAR MUNNI	

131	1202390028438168	MD. AKTER HOSSAIN	
132	1202390028632141	BABUL HOSSAIN KHAN	
133	1202390028871095	MR. MOHAMMAD HOSSAIN	
134	1202390034803244	MR. SUMAN KANTI DAS	
135	1202390042561288	NASIRUDDIN MOHAMMAD ZOBAIR CHO	
136	1202390059675355	MR. MD. SHIRAJUL ISLAM	
137	1202400062995664	MD. NURUL ISLAM	
138	1202760000048884	MOHAMMAD OSMAN GONI	
139	1202760006724232	SANJIB KUMAR PODDER	
140	1202760052634340	PRETOM PODDER	
141	1202760068172138	KAZI JASHIM UDDIN	
142	1203080003768820	MD. SULTAN	
143	1203080008840758	DILIP KANTI DAY	
144	1203080026918001	MR. MASUM ALAM	
145	1203080028977492	MASUM ALAM	
146	1203110020819077	MD ZAKARIA KHAN	
147	1203110062766750	INUN NAHAR BEGUM	
148	1203110062959580	MD. ZAKARIA KHAN	
149	1203130028453847	MD NIZAM UDDIN MANIK	
150	1203130029012907	M MAKSUDUR RAHMAN	
151	1203230009661735	MD. FAIZ UDDIN	
152	1203230012717952	MD. FAIZ UDDIN	
153	1203230023364846	MD. MASBAH UDDIN	
154	1203230023978399	MD. MASBAH UDDIN	
155	1203330021313841	AKBAR HOSSAIN	
156	1203330021645265	MD. ABDULLAH	
157	1203330023834984	SIRAJU ISLAM	
158	1203330025564028	ARUN DATTA	
159	1203330028980032	AYSHA BEGUM	
160	1203330035491984	MD MASUM CHOWDHURY	
161	1203330037633054	MD ABUL KALAM	
162	1203330038905782	SHAMIMA AKTER	
163	1203330039642176	ABDULLAH AL NOMAN	
164	1203330043963911	SHAHIN AKTER RUMA	
165	1203330046028851	MD. HUMAUN KABIR	
166	1203330046207815	HARADHAN DAS	
167	1203330046231729	MD ABSARUL HOQUE	
168	1203330050249071	ZANNATUL FERDOUS	
169	1203330059416185	MD.NAZMUL HUDA	
170	1203330061766004	MD NURUL ABSAR	
171	1203330062185831	MD SULTAN	
172	1203330065402547	MD ABU NASIR	
173	1203330067618197	MR ABDULLAH AL HOBAYB	
174	1203330072201722	DILIP KANTI CHOWDHURY	
175	1203340013982885	MD. SHOWKAT HOSSAIN	

176	1203340018224471	SYED GOLAM MORTUZA	
177	1203340034363092	MD. SALAH UDDIN	
178	1203360007832386	MD. ABDUS SOBHAN	
179	1203410025242510	MD, BAHAUDDIN	
180	1203410025243351	MD. BAHAUDDIN	
181	1203410073855605	MD. ALAMGIR	
182	1203470028828510	MD. SHARIF UDDIN	
183	1203470040340098	MOHAMMAD YOUNUS	
184	1203620024564513	MD.SHAMSUL ALAM	
185	1203640015297578	DHIMAN RUDRA	
186	1203640016225403	LIPE AKHTER	
187	1203640016228953	MD. RUBEL MOLLA	
188	1203640016278933	MD. ZAKARIA KHAN	
189	1203640024206020	MD OMAR FARUK	
190	1203680000150621	MOHD. MOIN UDDIN	
191	1203690019695182	SHAH ALAM	
192	1203690021994664	SHIRIN AKTAR	
193	1203690044044887	MD. JASIM	
194	1203790024405371	SHAKHAWAT HOSSAIN	
195	1203790044172221	MD. AL-AMIN MUNSHI	
196	1203790044172238	MD. AL-AMIN MUNSHI	
197	1203790069412171	FARZANA YASMIN	
198	1203790069412188	FARZANA YASMIN	
199	1203860014764437	BIDHAN CHANDRA GANGULI	
200	1203860021905802	NIZAM UDDIN MANIK	
201	1203860026618092	JASHIM UDDIN AHAMED BHUIYAN	
202	1203860044517140	MD. NIZAM UDDIN	
203	1204180021345834	MD. JASHIM UDIN	
204	1204180028408969	AYESHA AKTER	
205	1204180034388908	MILKI DAS	
206	1204180034388932	MUKUL SEN.	
207	1204180044408037	DIPU DAS	
208	1204180059298506	MD.NURUN NABI	
209	1204180060207080	REASHAT AHMED NAFEES	
210	1204180065238276	MD JASHIM UDDIN	
211	1204180072663746	MUJAHID MIA	
212	1204180073822099	MAHAMUDUR RAHAMAN CHOWDHURY	
213	1204220062365122	MD RAFIQUL ISLAM	
214	1204220062376581	ABDUL ALIM	
215	1204320020709761	MR. HARIDAS BANIK	
216	1204320021568144	SANTANI BANIK	
217	1204320021568567	MATI LAL BANIK	
218	1204320021568575	HIRA LAL BANIK	
219	1204320021586321	GOPAL BANIK	
220	1204320023880527	MRS.RIKTA RANI BOSE	

221	1204410063117253	MD. DIDARUL ISLAM	
222	1204490044971698	MD. SHAH ALAM	
223	1204500026066858	MD. ABDUL KARIM	
224	1204500052466858	MD. ABDUL KARIM	
225	1204500067075848	NUR MOHAMMAD	
226	1204890029721129	MOHAMMAD YOUSUF ALI	
227	1204890062495136	JAGIR HOSSAIN	
228	1204890065052897	MD SAYED	
229	1204980016054347	M.A. SABUR	
230	1205050044374036	NUR MOHAMMAD	
231	1205200061661637	MD. FAIZ UDDIN	
232	1301030000083559	MOHAMMED ALAUDDIN	
233	1301030000601502	MD.ABBAS UDDIN CHOWDHURY	
234	1301030001838548	DILSHAD ARA BEGUM	
235	1301030003253525	A.K.M.FAZLUL HAQUE	
236	1301030003253551	A.K.M.FAZLUL HAQUE	
237	1301030003935608	NASRIN ZAMAN	
238	1301030003975061	MD.MORSHIDUR RAHAMAN	
239	1301030004161580	KAZI MOHAMMED BAHAUDDIN	
240	1301030004769993	MD. MONIRUZZAMAN	
241	1301030006490614	KHORSHED ALAM	
242	1301030007818437	MUHAMMAD MAMUNUR RASHID	
243	1301030008680396	MD RUHUL AMIN	
244	1301030011912235	SHIRIN AKTER	
245	1301030018845058	SHAKILA SHARMIN KOLIN	
246	1301030019496958	MD. ALAMGIR	
247	1301030021393759	SONIA BEGUM	
248	1301030024361365	MOHAMMAD SHAMSUDDIN	
249	1301860016094239	ICB PORTFOLIO-SYLHET	THROUGH PROXY
250	1601880001917419	MR. ASIF IQBAL	
251	1601880045452418	MOHAMMAD ANWARUL KADER	
252	1601880045843500	KABIR AHMED CHOWDHURY	
253	1601880058413923	KAZI MD KHAIRUL HASAN	
254	1601880060932267	MD. HASNAT KABIR CHOWDHURY	
255	1601880067129420	MD. SAWKAT ALI	
256	1605430047823534	CHANDAN KUMAR NATH	
257	1605430047847157	MD. WASIM	
258	1605430047854383	KAZI BAHAUDDIN	
259	1605430047856572	KAZI BAHAUDDIN J.T.	